তারিখ ... 03 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

নকলের তিন বস্তা

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা একশ চৌষট্টি–নকলের পরিমাণ তিন বস্তা। গড়পড়তা হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় পঞ্চান্ন জন শিক্ষার্থী এক বস্তা করে নকল নিয়ে পরীক্ষার হলে হাজিরা দিয়েছিলেন। ঘটনা অবিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানিয়ন্ত্রক হল থেকে নকলের এই বিপুল বোঝা উদ্ধার করে এনে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করেছেন।

ঘটনাটি কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের। প্রতি পঞ্চান্ন জনে এক বস্তা করে নকল নিয়ে পরীক্ষার হলে পৌছার ব্যাপারটাতে বাধার কিছু ছিল না। নকল বহনে বাধা দেবেন পরিদর্শকেরা। তা গুরুদয়াল কলেজের এই পরীক্ষার্থীরা নাকি আক্ষরিক অর্থে ' গরু মারা' বিদ্যা প্রয়োগ করে শুরুর দিন থেকেই ওসব বালাই হটিয়ে দিয়ে তাদের অবাধ পরীক্ষা কিংবা নকলবাজী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হাঁকিয়ে দিয়ে এটুক দয়া অন্তত তারা করেছেন যে, তাদের শিক্ষকদের অন্তত বহিষ্কৃত হওয়ার অপমান সইতে হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিজেই স্বীকার করেছেন গুরুদয়াল কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার হলে কোন পরিদর্শকই ছিলেন না।

গুরুদয়াল কলেজের এইসব নকল গুরুরা কেবল যে তাদের শিক্ষক পরিদর্শকদেরই মেরে আর চরম মারের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছেন তাই নয়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং অপর একজন ম্যাজিস্ট্রেটকেও নাজেহাল করে ছেড়েছেন। এভাবে কায়েম করা অবাধ নকলের স্বাধীন রাজত্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সদলবল হানাই সম্ভবত বিপত্তি ঘটালো। পরিদর্শকহীন পরীক্ষা অবৈধ–এ সূত্র ধরে গোটা পরীক্ষাই বাতিল হতে পারে। এমনকি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হওয়া থেকে শুরু করে কলেজের বিরুদ্ধেও নেয়া হতে পারে কঠোর ব্যবস্থা।

একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় এই পরিহাসের সুর, সে–ও অযৌক্তিক নয়। পরম আনন্দে যেমন কান্না রোধ করা যায় না, তেমনি চরম দুঃখে অমোঘ প্রতিক্রিয়া অর্থহীন হাসি। আমাদের আজ সে অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর সুখ্যাতিই এতকাল শুনেছি। এমনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা যদি এই দাঁড়ায়, সার্বিক পরিস্থিতি কোন ভয়াবহ অবয়ব নিয়েছে তা আন্দাজ করতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কলেজটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিই বা বলার থাকতে পারে?

শিক্ষার নামে এমন ধারা নৈরাজ্যের বিস্তার আমরা চাই না, চাই না শিক্ষার নামে অশিক্ষার এমন সর্বগ্রাসী প্রতাপ। কর্তৃপক্ষ তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নেবেন। তবে এই ব্যবস্থায় শাস্তির চেয়ে প্রতিকারের মনোভাবই প্রধান্য পাক। আজ আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, শিক্ষা থেকেই তার বাস্তবায়ন শুরু হোক। কেননা এই একটি ক্ষেত্রের অর্জনই সার্বিক সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে। তিন বস্তা নকলের বিপরীত অবস্থার পরিণতি এর থেকেই অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলে রাখা দরকার, নিশ্চিতভাবেই সে সময় পেরিয়ে যেতে বসেছে যখন গোটা জাতির পক্ষ থেকে বলিষ্ঠ ঘোষণা প্রকাশ অপরিহার্য যে যারা শিক্ষা নিয়ে হেলাফেলা আর অনাচার করে বেড়ায় তাদের প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নেই।